প্রভুপাদ
শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

[সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত]

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জী রোড
কলিকাতা—২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

প্রভুপাদ

শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

[সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত]

শ্রীব্যাসপূজা-বাসর

৫ গোবিন্দ, ৪৮৬ শ্রীগৌরাব্দ

১০ ফাল্গুন, ১৩৭৯ ; ২২ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৩

—প্রকাশক—

শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

—প্রিণ্টার—

শ্রীসনৎকুমার ব্যানার্জী, স্বস্তিক মুদ্রণালয়

২৭।১ বি, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী-শতবার্ষিকী-সমিতি

কার্য্যালয় ঃ—

৩৫, সতীশ মুখার্জী রোড্

কলিকাতা-২৬

ফোন ঃ—৪৬-৫৯০০

সমিতির সভ্যগণ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী

" শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর

" শ্রীভক্তিবিচার যাযাবর

" শ্রীভক্ত্যালোক পরমহংস

" শ্রীভক্তিপ্রমোদ পুরী

" শ্রীভক্তিদয়িত মাধব

" শ্রীভক্তিকুমুদ সন্ত

" শ্রীভক্তিকমল মধুসূদন

ত্রিদণ্ডিস্বামী

" শ্রীভক্তিবিকাশ হৃষীকেশ

" শ্রীভক্তিসৌধ আশ্রম

" শ্রীভক্তিবিলাস ভারতী

" শ্রীভক্তিশরণ শান্ত

" শ্রীভক্তিপ্রাপণ দামোদর

" শ্রীভক্তিসুহৃদ্ অকিঞ্চন

" শ্রীভক্তিবেদান্ত বামন

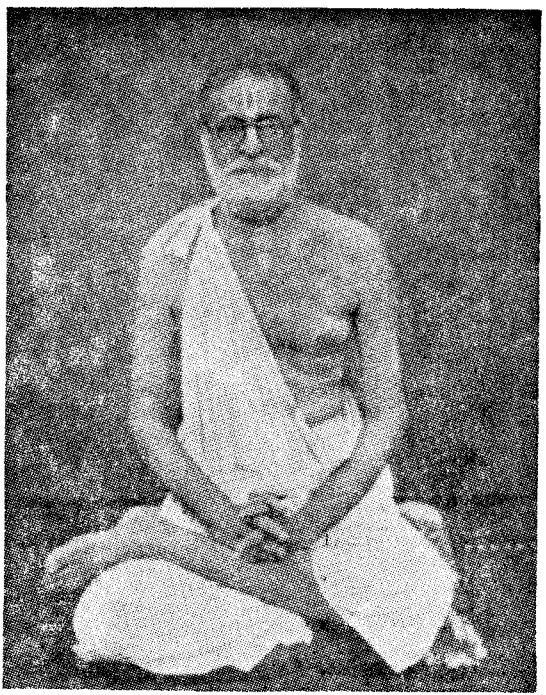

বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীগৌড়ীয়মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মিশনের
প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ

জয় ওঁ অষ্টোত্তরশতশ্রী

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদকী জয়!

নম ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে।
শ্রীমতে ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতীতি নামিনে॥
শ্রীবার্ষভানবীদেবীদয়িতায় কৃপাব্ধয়ে।
কৃষ্ণসম্বন্ধবিজ্ঞানদায়িনে প্রভবে নমঃ॥
মাধুর্য্যোজ্জ্বলপ্রেমাঢ্য-শ্রীরূপানুগভক্তিদ।
শ্রীগৌরকরুণাশক্তিবিগ্রহায় নমোঽস্তুতে॥
নমস্তে গৌরবাণীশ্রীমূর্তয়ে দীনতারিণে।
রূপানুগবিরুদ্ধাপসিদ্ধান্তধ্বান্তহারিণে॥

পূর্ব্বভাষ

পরমারাধ্য গুরুপাদপদ্ম ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অতিমর্ত্য জীবনচরিত সম্বন্ধে তাঁহার প্রকট কালেই যে সকল তথ্য সংগৃহীত হইয়াছিল, তৎসমুদয় যতদূর সম্ভব ধারাবাহিকভাবে সজ্জিত করিয়া তাঁহার অপ্রকটলীলাবিষ্কারের অব্যবহিত পরেই 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্রে আচার্য্য 'চরিত' নামক একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয়। উহাতে তাঁহার অপ্রাকৃত জীবন-ভাগবতের একটি দিগ্‌দর্শন প্রদত্ত হইয়াছিল।

আমরা শ্রীল প্রভুপাদের বর্তমান শততম-বর্ষ শুভারম্ভে শ্রীব্যাস-পূজা-বাসরে (বাংলা ১০ ফাল্গুন, ১৩৭৯ ; ইং ২২.২।৭৩ বৃহস্পতিবার) শ্রদ্ধালু সজ্জনসাধারণকে তচ্চরিতসম্বন্ধে আপাততঃ একটি মোটা-মুটি ধারণা দিবার ইচ্ছায় সম্প্রতি সেই প্রবন্ধটিই সংক্ষিপ্ত ভাবে এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাকারে প্রকাশ করিতেছি।

অতঃপর আমাদের 'শ্রীচৈতন্যবাণী' পত্রিকায় উক্ত প্রবন্ধটি এবং শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের মহিমাসূচক ও শিক্ষা-সম্বলিত বিভিন্ন প্রবন্ধ সম্বৎসর ব্যাপিয়া ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতে থাকিবেন।

শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জি রোড্‌
কলিকাতা—২৬
শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াবির্ভাব বাসর
২৫ মাঘ, ১৩৭৯ ; ইং ৮.২।৭৩

শ্রীগৌরজনকিঙ্কর
শ্রীভক্তিদয়িত মাধব

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ-পাদপদ্মস্তবৈকাদশকম্

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্‌ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেব-গোস্বামিপাদ বিরচিত]

সুজনার্ব্বুদরাধিত পাদযুগং
যুগধর্ম্মধুরন্ধর পাত্রবরম্।
বরদাভয়দায়ক-পূজ্যপদং
প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম্॥ ১

ভজনোজ্জিত সজ্জন সঙ্ঘপতিং
পতিতাধিককারুণিকৈকগতিম্।
গতিবঞ্চিতবঞ্চকাচিন্ত্যপদং
প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম্॥ ২

অতিকোমল-কাঞ্চনদীর্ঘতনুং
তনুনিন্দিতহেমমৃণাল মদম্।
মদনার্ব্বুদ বন্দিত চন্দ্রপদং
প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম্॥ ৩

নিজসেবকতারকরঞ্জি বিধুং
বিধুতাহিত-হুঙ্কৃতসিংহবরম্।
বরণাগতবালিশ-শন্দপদং
প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম্॥ ৪

বিপুলীকৃতবৈভব গৌরভুবং
ভুবনেষু বিকীর্ত্তিত-গৌরদয়ম্।
দয়নীয়গণার্পিত-গৌরপদং
প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম্॥ ৫

চিরগৌরজনাশ্রয় বিশ্বগুরুং
গুরুগৌরকিশোরকদাস্যপরম্।
পরমাদৃত ভক্তিবিনোদপদং
প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম্॥ ৬

রঘুরূপ সনাতন কীর্ত্তিধরং
ধরনীতল-কীর্ত্তিত-জীবকবিম্।
কবিরাজ-নরোত্তম সখ্যপদং
প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম্॥ ৭

কৃপয়া হরিকীর্ত্তন মূর্ত্তি ধরং
ধরণীভরহারক-গৌরজনম্।
জনকাধিকবৎসল স্নিগ্ধপদং
প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম্॥ ৮

শরণাগতকিঙ্কর কল্পতরুং
তরুধিকৃত ধীর বদান্যবরম্।
বরদেন্দ্রগণার্চ্চিত দিব্যপদং
প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম্॥ ৯

পরহংসবরং পরমার্থপতিং
পতিতোদ্ধরণে কৃতবেশ যতিম্।
যতিরাজগণৈঃ পরিসেব্যপদং
প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম্॥ ১০

বৃষভানুসুতাদয়িতানুচরং
চরণাশ্রিত-রেণুধরস্তমহম্।
মহদদ্ভূতপাবন শক্তিপদং
প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম্॥ ১১

আচার্য্য-চরিত

পুরীধামে আবির্ভাব

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের (১৭৯৫ শকাব্দ, ১২৮০ বঙ্গাব্দ) ২৫শে মাঘ, ৬ই ফেব্রুয়ারী শুক্রবার মাঘী কৃষ্ণাপঞ্চমী তিথিতে অপরাহ্ণ ৩॥ ঘটিকার পর পুরী শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরের সন্নিকটে "নারায়ণ ছাতা"র সংলগ্ন ঠাকুর ভক্তিবিনোদের হরিকীর্তন-মুখরিত বাস-ভবনে শ্রীভগবতীদেবীর ক্রোড়ে এক জ্যোতির্ম্ময় দিব্যকান্তি শিশুরূপে অবতীর্ণ হন। যাঁহারা সেই সময় শিশুকে দেখিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই শিশুর গাত্রে স্বাভাবিক উপবীত বিজড়িত দেখিতে পাইয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীজগন্নাথদেবের পরাশক্তি শ্রীবিমলাদেবীর নামানুসারে এই শিশুর নাম রাখিয়াছিলেন—'শ্রীবিমলাপ্রসাদ'।

শিশুর রুচি

শিশুর আবির্ভাবের ছয়মাস পরে রথযাত্রা-মহোৎসব উপস্থিত হইল। সে বৎসর সেই রথ শ্রীজগন্নাথদেবেরই ইচ্ছায় ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বাস-গৃহের দ্বারে উপস্থিত হইয়া আর কিছুতেই অগ্রসর হইল না। ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বাসস্থানের সম্মুখে তিন-দিবসকাল রথারূঢ় শ্রীজগন্নাথদেব অবস্থান করিলেন। ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নেতৃত্বে শ্রীজগন্নাথদেবের সম্মুখে তিনদিবসকাল শ্রীহরি-

কীর্ত্তনোৎসব হইতে থাকিল। তন্মধ্যে একদিন মাতৃক্রোড়-শায়িত ছয়মাসের শিশু শ্রীজগন্নাথদেবের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া হস্ত প্রসারণ-পূর্বক শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীচরণালিঙ্গন এবং শ্রীজগন্নাথের গলদেশ হইতে একটি প্রসাদী মালা গ্রহণ করিলেন। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শিশুর মুখে মহাপ্রসাদ প্রদান করিয়া শিশুর অন্নপ্রাশন সম্পন্ন করিলেন।

আবির্ভাবের পরে শিশু জননীর সহিত দশমাসকাল পুরুষোত্তমে বাস করিয়াছিলেন এবং তৎপরে পাল্কীর ডাকে স্থলপথে বঙ্গদেশের রাণাঘাটে উপনীত হইলেন। হরিকীর্ত্তনোৎসবের মধ্যেই শিশুর সমস্ত শৈশবকাল কাটিয়াছিল।

হরিনাম ও নৃসিংহ-মন্ত্র-গ্রহণ

শ্রীরামপুরে থাকাকালে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ পুরী হইতে তুলসীর মালা আনাইয়া হাইস্কুলের ৭ম শ্রেণীর ছাত্রকে হরিনাম ও শ্রীনৃসিংহ-মন্ত্ররাজ প্রদান করেন। শ্রীরামপুরে পঞ্চম শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে বালক Phonetic tipe এর মত একটি নূতন লেখন-প্রণালী আবিষ্কার করিয়াছিলেন। উহার নাম হইয়াছিল—বিকৃন্তি বা Bicanto. ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বালককে "শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত" গ্রন্থ পাঠ করান।

শ্রীকূর্ম্মদেবের অর্চ্চন

১৮৮১ সালে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কলিকাতা-রামবাগানে যখন 'ভক্তিভবন' নির্ম্মাণ করেন, তখন গৃহের ভিত্তি খননকালে মৃত্তিকার অভ্যন্তর হইতে শ্রীকূর্ম্ম-মূর্ত্তি প্রকাশিত হন। ৮।৯ বৎসরের বালককে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীকূর্ম্মদেবের পূজার মন্ত্র ও অর্চ্চন-বিধি শিক্ষা

দেন; বালক নিয়মিতভাবে কূর্ম্মদেবের পূজা ও তিলকাদি সদাচার গ্রহণ করেন। ১৮৮৫ সালে ভক্তিভবনে 'বৈষ্ণব-ডিপোজিটারী' নামক একটি ভক্তি-গ্রন্থ-প্রচার-বিভাগ খোলা হয়। এই সময় হইতেই বালক মুদ্রাযন্ত্র-সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা লাভ ও প্রুফ-সংশোধনাদি কার্য্যে সহায়তা করেন। এই সময় ঠাকুর ভক্তি-বিনোদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী' পত্রিকা (২য় বর্ষ) পুনঃ প্রকাশিত হয়। ১৮৮৫ সালে বালক ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সহিত গৌরপার্ষদ-গণের আবির্ভাব ভূমি কুলীনগ্রাম, সপ্তগ্রাম প্রভৃতি স্থান দর্শন এবং তথায় নামতত্ত্ব-সম্বন্ধে শাস্ত্র-বিচার শ্রবণ করেন।

জ্যোতিষ-শাস্ত্রে প্রতিভা

যখন পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র, তখনই বালক গণিত ও ফলিত-জ্যোতিষ-আলোচনায় স্বাভাবিক প্রতিভা প্রদর্শন করেন। তারকেশ্বর লাইনের শিয়াখানা গ্রামের পণ্ডিতবর মহেশচন্দ্র চূড়ামণির নিকট গণিত-জ্যোতিষ-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া অত্যল্পকাল মধ্যেই ঐ শাস্ত্রে অভূতপূর্ব প্রতিভা ও পারদর্শিতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। আলোয়ার নিবাসী পণ্ডিত সুন্দর লাল নামক জনৈক জ্যোতিষীর নিকটও বালক জ্যোতির্বিদ্যায় অধিকার লাভ করেন।

"সিদ্ধান্ত সরস্বতী"

চূড়ামণি মহাশয় পঞ্চদশ বর্ষীয় বালকের প্রতিভায় বিশেষ মুগ্ধ হন। সেই শৈশবকাল হইতেই তাঁহার মহাভাগবত গুরুবর্গ তাঁহাকে "শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী" নামে অভিহিত করেন। ইংরাজী ১৯১৮ সালে ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস-গ্রহণকালে তিনি "পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত

সরস্বতী" নামে অভিহিত হন। তিনি বিশেষস্থলে "শ্রীবার্ষভানবী দয়িতদাস" নামেও আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

বিশ্ববৈষ্ণব-সভা

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ ৩৯৯ চৈতন্যাব্দে কৃষ্ণসিংহের গলিতে (অধুনা বেথুন রো) স্বধামগত রামগোপাল বসুর ভবনে ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ 'বিশ্ববৈষ্ণব-সভা' প্রতিষ্ঠা করেন এবং ৪০০ চৈতন্যাব্দ প্রবৃত্তিতে অর্থাৎ ইংরাজী ১৮৮৬ সালে শ্রীচৈতন্যদেবের চারিশত বার্ষিক আবির্ভাবোৎসব সম্পাদন করেন। মদনগোপাল গোস্বামী, নীলকান্ত গোস্বামী, বিপিনবিহারী গোস্বামী, রাধিকানাথ গোস্বামী, শিশির কুমার ঘোষ প্রভৃতি অনেকেই বিশ্ববৈষ্ণব-সভার বিভিন্ন বিভাগের সভ্য ছিলেন। শ্রীসরস্বতী ঠাকুর বিশ্ববৈষ্ণব-সভার প্রতি রবিবারের সাপ্তাহিক অধিবেশনে ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সঙ্গে 'ভক্তি রসামৃত সিন্ধু' গ্রন্থ বহন করিয়া লইয়া যাইতেন এবং সভায় শাস্ত্রীয় আলোচনা মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিতেন।

অসৎসঙ্গ ও জড়বিদ্যায় অরুচি

সরস্বতী ঠাকুর তাঁহার ছাত্রজীবনে কোন অসৎ প্রকৃতির বালকের সহিত কখনও মিশিতেন না। অসৎসঙ্গ ত্যাগে সুদৃঢ় সঙ্কল্প ও অকপট সাধুসঙ্গের প্রতি ঐকান্তিকী নিষ্ঠা তাঁহাতে আশৈশব লক্ষিত হইয়াছে। দ্বিতীয় ও প্রথম শ্রেণীতে পড়িবার সময় তিনি জ্যোতিষ-শাস্ত্রালোচনা ও ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠেই অধিক সময় কাটাইতেন। বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকের প্রতি তাঁহার আদৌ মনোযোগ ছিল না। বিশেষতঃ স্কুলের সময় ব্যতীত গৃহে স্কুল-পাঠ্য-পুস্তক স্পর্শ করা অনাবশ্যক

বিবেচনা করিতেন। 'ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা', 'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা' ও ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গ্রন্থাবলী সরস্বতীর পাঠ্য-পুস্তকের স্থান অধিকার করিয়াছিল।

আগষ্ট য়্যাসেম্‌ব্‌লী

পাঠ্যাবস্থায়ই তিনি 'সূর্য্যসিদ্ধান্ত', 'ভক্তি-ভবন-পঞ্জিকা' প্রভৃতি গণিত-জ্যোতিষ-গ্রন্থ প্রকাশ করিতেছিলেন এবং অপরাহ্নে কলিকাতার বিডন-উদ্যানে ছাত্রগণের সহিত নানাপ্রকার তর্ক-বিতর্ক ও ধর্ম প্রসঙ্গ-আলোচনায় অতিবাহিত করিতেন। ১৮৯১ সালে এই আলোচনা-সভার নাম হইয়াছিল—"আগস্ট্ য়্যাসেম্‌ব্‌লী" (August Assembly). এই সভার সভ্যবৃন্দকে চির কুমার-ব্রত পালনের উৎকর্ষ সাধনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে হইত। তরুণ ও প্রাচীন সকল প্রকার শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিই এই সভার আলোচনা শ্রবণে উপস্থিত হইতেন।

সংস্কৃত কলেজে

১৮৯২ সালে সরস্বতী ঠাকুর সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করিয়া পাঠ্য পুস্তক পড়িবার পরিবর্তে কলেজ-লাইব্রেরীর প্রধান প্রধান পুস্তক সমূহ পড়িয়া ফেলিলেন। কলেজের অতিরিক্ত সময় বৈদিক পণ্ডিত পৃথ্বীধর শর্ম্মার নিকট বেদ অধ্যয়ন করিতেন। পরে ১৮৯৮ সালে সারস্বত চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনাকালে পৃথক্ ভাবে 'ভক্তিভবনে' পৃথ্বীধর শর্ম্মার নিকট 'সিদ্ধান্ত কৌমুদী' অধ্যয়ন করেন। অত্যল্পকাল মধ্যেই সিদ্ধান্ত কৌমুদীর পাঠ শেষ করিয়া ফেলেন। পৃথ্বীধর আজীবন সিদ্ধান্ত কৌমুদী অধ্যয়নের পরামর্শ দেওয়ায় সরস্বতী ঠাকুর

অধ্যাপকের সহিত মতভেদ করিয়া বলেন যে, তাঁহার জীবন হরি ভজনের জন্য, শিশুশাস্ত্র ব্যাকরণের 'ডুকৃঞ্' বা জড় সাহিত্যকাব্যের অনুস্বার-বিসর্গ অভ্যাসের জন্য নহে। সংস্কৃত কলেজে পড়িবার সময়ই সরস্বতী ঠাকুর কাশীর সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত মঃ মঃ বাপুদেব শাস্ত্রীর ছাত্র ও সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক পঞ্চানন সাহিত্যাচার্য্যের সমর্থিত বিচারের প্রতিবাদ করেন।

সারস্বত চতুষ্পাঠী

ইংরাজী ১৮৯৭ সালে কলিকাতা 'ভক্তিভবনে' সারস্বত চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন। লালা হরগৌরীশঙ্কর, ডাঃ একেন্দ্রনাথ ঘোষ এম্-বি, সাতকড়ি চট্টোপাধ্যায় সিদ্ধান্তভূষণ, নিত্যানন্দবংশীয় পণ্ডিত শ্যামলাল গোস্বামী, শরচ্চন্দ্র জ্যোতির্ব্বিনোদ মহাশয় প্রভৃতি অনেক শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এবং কলেজের অনেক ছাত্র তাঁহার সারস্বত চতুষ্পাঠীতে গণিত-জ্যোতিষ অধ্যয়ন ও শিক্ষালাভ করেন। সারস্বত চতুষ্পাঠী হইতে সরস্বতী ঠাকুর 'জ্যোতির্ব্বিদ', 'বৃহস্পতি' প্রভৃতি মাসিক পত্রিকা এবং জ্যোতিষ-শাস্ত্রের অনেক প্রাচীন গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

জড়বিদ্যার্জ্জন পরিত্যাগ

শ্রীমন্মহাপ্রভু যেরূপ প্রথমে বিদ্যাবিলাস ও দিগ্বিজয়াদি লীলা প্রদর্শন করিয়া পরে হরিকীর্তন-প্রচারের আদর্শ প্রকাশ করিয়াছিলেন, গৌরজন সরস্বতী ঠাকুরের চরিত্রেও সেই আদর্শ দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি তাঁহার আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন,—"আমি যদি মনোযোগ-সহকারে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শিক্ষা করিতে থাকি,

তাহা হইলে সংসারে প্রবেশের জন্য আমার প্রতি যৎপরোনাস্তি পীড়ন হইবে, আর যদি লোকের নিকট মূর্খ অকর্ম্মণ্যরূপে প্রতিপন্ন হই, তাহা হইলে সাংসারিক উন্নতির জন্য প্রবৃত্ত হইতে কেহ আর তাদৃশী প্ররোচনা করিবে না। এই বিচার করিয়া আমি সংস্কৃত-কলেজ পরিত্যাগ করিলাম ও হরিসেবাময় জীবন রক্ষাকল্পে শুক্লবিত্ত অর্জন করিবার অভিপ্রায়ে একটি সামান্য উপায় সংগ্রহের ইচ্ছা করিলাম।”

ত্রিপুরায়

১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে সরস্বতী ঠাকুর স্বাধীন-ত্রিপুরা-ষ্টেটে কর্ম গ্রহণ করিয়া ত্রিপুরার রাজবর্গের জীবন-চরিত্র ‘রাজরত্নাকর’ গ্রন্থ প্রকাশের সহকারী সম্পাদকতা করিতে লাগিলেন এবং রাজ-গ্রন্থাগারের যাবতীয় প্রধান প্রধান পুস্তক পাঠ করিবার অবসর পাইলেন। মহারাজ বীরচন্দ্রের স্বধাম গমনের পর (১৮৯৬ খৃষ্টাব্দ, ১১ই ডিসেম্বর) মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্যবাহাদুর রাজ-সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া পর বৎসর সরস্বতী ঠাকুরের উপর যুবরাজ বাহাদুরের ও রাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোরের সংস্কৃত ও বাংলা শিক্ষার ভার এবং তৎপরবর্ষে কলিকাতায় বিভিন্ন কার্য্য-পরিদর্শন-ভার অর্পণ করিলেন। কিন্তু সরস্বতী ঠাকুর ঐ সকল কার্য্য হইতেও অবসর গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলে মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্যবাহাদুর সরস্বতী ঠাকুরকে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে পূর্ণ বেতনে পেনসন প্রদান করেন। সরস্বতী ঠাকুর ১৯০৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সেই পেনসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ভক্তিবিনোদ-সঙ্গে তীর্থ-ভ্রমণ

ইতঃপূর্বে ইংরাজী ১৮৯৮ সালের অক্টোবর মাসে ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সহিত তীর্থযাত্রায় বহির্গত হইয়া কাশী, প্রয়াগ ও ফিরিবার পথে গয়ায় গমন করেন। কাশীতে মঃ মঃ রামমিশ্র শাস্ত্রীর সহিত রামানুজ-সম্প্রদায়ের বিভিন্ন কথা আলাপ ও আলোচনা করেন। সেই সময় তাঁহাতে অদ্ভুত বৈরাগ্যময় জীবনের আদর্শ প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৮৯৭ সাল হইতেই তিনি বৈষ্ণব-শাস্ত্রের বিধানানুসারে নিয়মিত ভাবে চাতুর্মাস্যব্রত-পালন, স্বহস্তে হবিষ্যান্ন রন্ধন, ধরাপৃষ্ঠে পাত্রহীন ভোজন ও উপাধানাদি পরিত্যাগ করিয়া ভূমিতে শয়ন করিতেন। ইংরাজী ১৮৯৯ সালে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত 'নিবেদন' নামক সাপ্তাহিক পত্রে তিনি পারমার্থিক বিষয় আলোচনা ও প্রচার করিতে থাকেন। ১৯০০ সালে তাঁহার রচিত 'বঙ্গে-সামাজিকতা' নামক সমাজ ও ধর্মনীতি-সম্বন্ধীয় বহু তথ্য ও গবেষণা-পূর্ণ পুস্তক প্রকাশিত হয়।

শ্রীগুরুদেবের দর্শন

ইংরাজী ১৮৯৭ সালে ভক্তিবিনোদ ঠাকুর নবদ্বীপের গোদ্রুম-দ্বীপে সরস্বতী নদীর তীরে 'আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ' নামক নিজ-ভজনকুঞ্জ স্থাপন করেন। তথায় ইংরাজী ১৮৯৮ সালের শীতকালে শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজ নামে প্রসিদ্ধ এক অতিমর্ত্য-চরিত্র অবধূত ভাগবত পরমহংসের দর্শন পাইয়া স্বভাবতঃই তাঁহার শ্রীচরণে আকৃষ্ট হন ও ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আদেশানুসারে ১৯০০ অব্দের মাঘ মাসে শ্রীল গৌরকিশোরের নিকট হইতে ভাগবতী দীক্ষা লাভ করেন।

"সাতাসন মঠ," "ভক্তিকুটী"

ইহার কিছুকাল পূর্বে ইংরাজী ১৯০০ সালের মার্চ মাসে ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের সহিত সরস্বতী ঠাকুর বালেশ্বর হইয়া রেমুণায় "ক্ষীরচোরা গোপীনাথ" দর্শন ও তৎপরে ভুবনেশ্বর হইয়া পুরী গিয়াছিলেন। এই সময় হইতে সরস্বতী ঠাকুরের পুরীর সহিত সম্পর্ক অধিক ঘণীভূত হইল। হরিদাস ঠাকুরের সমাধির সম্মুখে একটি মঠ স্থাপন করিতে ইচ্ছা করিলে তদানীন্তন সাব্‌রেজিষ্ট্রার জগবন্ধু পট্ট-নায়ক প্রমুখ সজ্জনগণের আগ্রহে সুপ্রাচীন 'সাতাসন মঠে'র অন্যতম শ্রীগিরিধারী-আসনের সেবাভার গ্রহণ করেন। ইংরাজী ১৯০২ সালে সমুদ্রোপকূলে হরিদাস ঠাকুরের সমাধির সন্নিকটে ভক্তিবিনোদ ঠাকুর 'ভক্তিকুটী' নামক ভজন-ভবন নির্মাণ করিতে আরম্ভ করেন। সেই সময়ে কাশিমবাজারের মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর আত্মীয়-বিয়োগ-জনিত শোকের শান্তির জন্য ভক্তিকুটী ও সাতাসনের পূর্বাংশের পতিত জমিতে তাঁবুতে বাস করেন এবং ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও সরস্বতী ঠাকুরের নিকট হরিকথা শ্রবণ করেন। * * এই সময় সরস্বতী ঠাকুর ভক্তিকুটীতে ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সম্মুখে নিয়মিতভাবে "শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত" ব্যাখ্যা করিতেন।

মঞ্জুষার উপকরণ সংগ্রহ

তিনি পুরীতে বৈষ্ণব-মঞ্জুষার উপকরণ সংগ্রহ ও দ্বারে দ্বারে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের নিকট হরিকথা প্রচার করিতেছিলেন, তখন তাহাতে নানাপ্রকার বাধা-বিপত্তি উপস্থিত হইল। সাতাসন-মঠের গিরিধারীর আসনের সেবার যে ভারপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাতেও

নানাপ্রকার বিঘ্ন উপস্থিত হইল; কিন্তু প্রহ্লাদের দ্বিতীয় আদর্শ প্রদর্শন করিয়া সরস্বতী নানাপ্রকার নির্য্যাতনে সহিষ্ণুতা ও দুর্ম্মুখগণের কুবাক্যের প্রতি বধিরতা প্রদর্শন করিলেন। তখন ভক্তিবিনোদ ঠাকুর সরস্বতীকে রামানুজাচার্য্যের তিরুনারায়ণপুরে নির্জ্জন বাসের ন্যায় শ্রীধাম-মায়াপুরে গিয়া হরিভজন করিতে বলেন।

মহাত্মা বংশীদাস

নবদ্বীপ-মণ্ডলে আসিয়া সরস্বতী ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের দ্বারা মহাত্মা বংশীদাস বাবাজী মহারাজের সহিত পরিচিত হন। ইহার কিছুকাল পরে চরণদাস বাবাজী মহাশয় তাঁহার সঙ্গে কাল্‌নার বিষ্ণুদাস প্রভৃতি বহুলোক লইয়া শ্রীধাম-মায়াপুরের উৎসবে যোগদান-পূর্বক নৃত্য-কীর্ত্তন করিয়া যান। পরের বৎসর তিনি ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট বলিয়া যান যে, তিনি দলবল-সহ প্রতিবৎসর নবদ্বীপ পরিক্রমার সেবা করিবেন। কিন্তু ইংরাজী ১৯০৬ সালে তাঁহার স্বধাম-প্রাপ্তি হওয়ায় তিনি আর পরিক্রমায় যোগদান করিতে পারেন নাই।

পুরীতে প্রচার

পুরীতে থাকাকালে সরস্বতী ঠাকুরের সহিত পুরীর গোবর্দ্ধন মঠের মঠাধীশ মধুসূদন তীর্থের বিশেষ পরিচয় ও শাস্ত্রীয় বিচারাদি হইয়াছিল। সরস্বতী ঠাকুরকে তীর্থস্বামী বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। সেই সময় সমাধিমঠের শ্রীবাসুদেব রামানুজ দাস, শ্রীদামোদর রামানুজ দাস, এমার মঠের শ্রীরঘুনন্দন রামানুজ দাস, জমায়েৎ সম্প্রদায়ের পাপড়িয়া মঠের জগন্নাথ দাস, স্বর্গদ্বারের ছাতার ওঁকারজপী

বৃদ্ধতাপস, মহামহোপাধ্যায় সদাশিব মিশ্র, বড় হরিশবাবু উকিল (হরিশ্চন্দ্র বসু), গঙ্গামাতা মঠের শ্রীবিহারী দাস পূজারী, রাধাকান্ত মঠের অধিকারী নরোত্তম দাস, অনন্ত চরণ মহান্তি প্রভৃতি সজ্জনগণের সহিত সরস্বতী ঠাকুরের পরিচয় ও প্রায়ই ধর্মপ্রসঙ্গ হইত।

শ্রীসম্প্রদায়ের তথ্যালোচনা

বঙ্গদেশে সরস্বতী ঠাকুরই সর্ব্বপ্রথমে শ্রীরামানুজাচার্য্য ও তৎসম্প্রদায় সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণার সহিত গ্রন্থাদি প্রকাশ করেন। ইংরাজী ১৮৯৮ সাল হইতে তিনি "সজ্জনতোষণী" পত্রিকায় শ্রীনাথ-মুনি, শ্রীযামুনাচার্য্য প্রভৃতি আচার্য্যগণের চরিত্র ও শিক্ষা প্রকাশ করিতে থাকেন। ইতঃপূর্বে তিনি পণ্ডিত সুন্দরেশ্বর শ্রৌতির নিকট হইতে দাক্ষিণাত্যের চারিটি ভাষার পুস্তকাদি আনাইয়া রামানুজ ও মধ্ব-সম্প্রদায়ের গ্রন্থাদি সমালোচনা করেন।

জ্যোতিষ-শাস্ত্রে দিগ্বিজয়

১৯০৩ সালের ২রা জানুয়ারী রায়বাহাদুর রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী পি, আর, এস্ মহাশয়ের মধ্যস্থতায় তাঁহার ভবনেই বাপুদেব শাস্ত্রীর একজন প্রতিষ্ঠাশালী ছাত্র এবং সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ও পৃথিবী-বিখ্যাত কোন মনীষীর গণিতজ্যোতিষ-শিক্ষার আচার্য্যের সহিত বর্ষ-প্রবেশ লইয়া অয়নাংশ-সম্বন্ধের বিচারে উক্ত পণ্ডিতকে সরস্বতী ঠাকুর এরূপভাবে পরাজিত করেন যে, অধ্যাপক পরাজিত হইয়া বিচার-সভায় বিষ্ঠামূত্র বিসর্জ্জন করিয়া ফেলেন।

তীর্থ-ভ্রমণ

১৯০৪ সালের জানুয়ারী মাসে সরস্বতী ঠাকুর সীতাকুণ্ড, চন্দ্রনাথ

প্রভৃতি স্থানে গমন করেন ও ডিসেম্বর মাসে পুরীতে গমন করিয়া ১৯০৫ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারী দক্ষিণ ভারতের তীর্থ-পর্য্যটনার্থ বহির্গত হন। সিংহাচল, রাজমাহেন্দ্রি, মাদ্রাজ, পেরেম্বেদুর, তিরুপতি, কাঞ্জিভেরাম, কুম্ভকোণম্, শ্রীরঙ্গম্, মাদুরা প্রভৃতি স্থান দর্শন করিয়া কলিকাতা ও তৎপরে শ্রীমায়াপুরে আগমন করেন। পেরেম্বেদুরে এক রামানুজীয় ত্রিদণ্ডিস্বামীর নিকট হইতে সরস্বতী ঠাকুর বৈদিক ত্রিদণ্ড-বৈষ্ণব-সন্ন্যাস-বিধির সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করেন।

শ্রীমায়াপুরে বাস ও শতকোটি-মহামন্ত্র-গ্রহণব্রত

শ্রীমায়াপুরে অবস্থান করিয়া ১৯০৫ সাল হইতে তিনি শ্রীমহাপ্রভুর বাণী প্রচারের কার্য্য আরম্ভ করেন এবং শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের অনুগমনে প্রত্যহ অপতিতভাবে তিন লক্ষ মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিয়া শতকোটি-মহামন্ত্র-কীর্ত্তনব্রত উদ্‌যাপন করেন। ১৯০৬ সালে জাষ্টিস্ চন্দ্রমাধব ঘোষ মহাশয়ের জ্ঞাতি ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত রোহিণীকুমার ঘোষ এক অপূর্ব স্বপ্ন দর্শন করিয়া সরস্বতী ঠাকুরের প্রথম দীক্ষিত শিষ্য হন। ১৯০৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাস হইতে সরস্বতী ঠাকুর শ্রীমায়াপুরের চন্দ্রশেখর-ভবনে একটি ভজন-ভবন নির্মাণ করিয়া শ্রীরাধাকুণ্ডতট-বিচারে তথায় নিরন্তর ভগবদ্‌ভজন করিতে থাকেন।

'ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব'

ইংরাজী ১৯১১ সালে বৈষ্ণব-জগতে এক মহাদুর্দিন উপস্থিত হয়। তথাকথিত স্মার্ত-সম্প্রদায় শুদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম ও বৈষ্ণবাচার্য্যগণকে বিশেষ ভাবে আক্রমণ করেন। আচার্য্যসন্তান-নামধারিগণও তখন স্মার্ত-সম্প্রদায়ের অনুগ্রহ লাভের আশায় তাঁহাদের সঙ্গে যোগদান করেন।

ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তখন শয্যাশায়ী থাকিবার লীলা প্রদর্শন করিতেছিলেন। তাঁহারই মনোঽভীষ্টানুসারে সরস্বতী ঠাকুর মেদিনীপুরের 'বালিঘাই' নামক স্থানে অশেষ শাস্ত্রদর্শী পণ্ডিত প্রবর বিশ্বম্ভরানন্দ দেবগোস্বামী মহাশয়ের সভাপতিত্বে ও বৃন্দাবনের পণ্ডিত মধুসূদন গোস্বামী সার্বভৌম মহাশয়ের অনুরোধক্রমে 'ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব' নামক একটি প্রবন্ধ পাঠ ও বক্তৃতা দ্বারা কর্মজড়-স্মার্ত-সম্প্রদায়ের সকল যুক্তি খণ্ড-বিখণ্ড করিয়াছিলেন।

নবদ্বীপে 'গৌরমন্ত্রে'র সভা

নবদ্বীপ সহরের 'বড় আখড়া'য় গৌরমন্ত্র-সম্বন্ধে একটী সভায় সরস্বতী ঠাকুর অথর্ববেদান্তর্গত শ্রীচৈতন্যোপনিষদ এবং অন্যান্য শাস্ত্র-প্রমাণ হইতে গৌরমন্ত্রের নিত্যত্বের প্রতিষ্ঠা করেন।

কাশিম বাজার-সম্মিলনী

১৯১২ খৃষ্টাব্দের ২১শে মার্চ্চ কাশীমবাজার-সম্মিলনীতে গমন, তথায় বক্তৃতা ও নিরপেক্ষভাবে শুদ্ধভক্তিধর্ম্মের কথা কীর্তনের পরিবর্তে তথাকথিত প্রচারকগণের বিষয়-চেষ্টা ও লোকরঞ্জন-স্পৃহা-দর্শনে তাহাতে অসহযোগের আদর্শ স্থাপন-কল্পে চারিদিবসকাল উপবাসান্তে শ্রীমায়াপুরে প্রত্যাবর্তন করেন।

গৌরজন-লীলাক্ষেত্র-ভ্রমণ ও প্রচার

ইংরাজী ১৯১২ সালের ৪ঠা নভেম্বর সরস্বতী ঠাকুর কতিপয় ভক্তসহ শ্রীখণ্ড, যাজিগ্রাম, কাটোয়া, ঝামটপুর, আঁকাই হাট, চাখন্দি, দাঁইহাট প্রভৃতি গৌর-পার্ষদ-লীলাস্থান পর্যটন ও তথায় শুদ্ধভক্তি ধর্ম্মের কথা পুনঃ প্রচার করেন।

'ভাগবত-যন্ত্র' ও 'অনুভাষ্য'

১৯১৩ সালের এপ্রিল মাসে কলিকাতা কালিঘাটের ৪নং সানগর-লেনে ভাগবত-যন্ত্রালয় স্থাপন করিয়া স্বরচিত অনুভাষ্য সহ শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত, বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর টীকা সহ গীতা, উৎকল-কবি গোবিন্দ দাসের 'গৌরকৃষ্ণোদয়' মহাকাব্য প্রভৃতি গ্রন্থ প্রকাশ ও হরিকথা প্রচার করিতে থাকেন। ১৯১৪ সালের ২৩শে জুন ভক্তিবিনোদ ঠাকুর নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন। ১৯১৫ সালের জানুয়ারী মাসে ভাগবত-যন্ত্র শ্রীব্রজপত্তনে স্থানান্তরিত করিয়া তথা হইতেও গ্রন্থ প্রচার করেন। ১৪ই জুন (১৯১৫) শ্রীমায়াপুর ব্রজপত্তনে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের 'অনুভাষ্য' রচনা সমাপ্ত করেন।

'সজ্জনতোষণী' সম্পাদন

ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অপ্রকটের পর তাঁহার সম্পাদিত 'সজ্জন-তোষণী' মাসিক পত্রিকা সরস্বতী ঠাকুরের সম্পাদকতায় পুনঃ প্রকাশিত হইতে থাকে। ১৯১৫ সালের জুলাই মাসে কৃষ্ণনগরে ভাগবত-যন্ত্র স্থানান্তরিত করিয়া 'সজ্জনতোষণী' ও ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচিত বিভিন্ন গ্রন্থ প্রচার করিতে থাকেন।

উপরি উক্ত ভাবে শ্রীল প্রভুপাদের অতিমর্ত্যচরিত্র ও প্রচার-বৈশিষ্ট্যের ধারাবাহিক বিবৃতি শ্রীমঠ (কলিকাতা ৩৫, সতীশ মুখার্জি রোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ) হইতে প্রচারিত পারমার্থিক মাসিক পত্র শ্রীচৈতন্যবাণীতে প্রকাশিত হইবেন। যাঁহারা এই মহাপুরুষের চরিত্র ও শিক্ষা-বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে অধিকতররূপে জানিতে ইচ্ছুক তাঁহা-দিগকে উক্ত পত্রিকা পাঠের জন্য আমরা সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইব।

উক্তপত্রিকায় ক্রমানুসারে নিম্ন শিরোনামায় বিবৃতি দেওয়া হইবে :—(১) গৌরকিশোর প্রভুর তিরোভাব, (২) ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণলীলা ও শ্রীচৈতন্যমঠ-প্রতিষ্ঠা, (৩) শ্রীক্ষেত্রমণ্ডল ভ্রমণ, (৪) প্রতীপের জিহ্বা স্তম্ভন, (৫) শ্রীভক্তিবিনোদ-আসন ও শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা, (৬) পূর্ববঙ্গে বিজয়, (৭) শ্রীগৌড়ীয় মঠ প্রকাশ—ইং ১৯২০ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর ভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ ও শ্রীরাধা-গোবিন্দের শ্রীমূর্ত্তি প্রকাশিত ও তথায় শ্রীগৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠিত হন, (৮) বৈষ্ণবমঞ্জুষা, (৯) ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস-দান, (১০) শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা, (১১) পূর্ববঙ্গে প্রচার ও মঠস্থাপন, (১২) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ—'হ্যুৎকলে পুরুষোত্তমাৎ' অর্থাৎ উৎকল হইতে সমস্ত পৃথিবীতে শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম প্রচারিত হইবে—এই ব্যাসবাণীর আরাধনার জন্য শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর ইংরাজী ১৯২২ সালের ৯ই জুন তারিখে ভক্তিকুটীতে শ্রীপুরুষোত্তম মঠ প্রতিষ্ঠা করেন, (১৩) 'গৌড়ীয়'—ইংরাজী ১৯২২ সালে ১৯শে আগষ্ট ভাগবত প্রেস হইতে 'সাপ্তাহিক গৌড়ীয়' প্রথম প্রচারিত হন, (১৪) শ্রীব্রজমণ্ডলে, (১৫) শ্রীচৈতন্য মঠে শ্রীমন্দির, (১৬) পুরীতে, (১৭) 'শ্রীমদ্ভাগবত' প্রচার, (১৮) 'শ্রীচৈতন্য ভাগবত', (১৯) ত্রিদণ্ডিমঠ ও সারস্বত-আসন, (২০) মাধ্ব গৌড়ীয় সিদ্ধান্তবিচার, (২১) কাশী-বিশ্ববিদ্যালয়ে, (২২) গৌড়মণ্ডল পরিক্রমা, (২৩) মদনমোহন মালব্য—ইনি ১৯২৫ সালে শ্রীগৌড়ীয় মঠে আসিয়া সরস্বতী ঠাকুরের নিকট ভাগবতবাণী ও আগমপ্রামাণ্য হইতে দৈব-বর্ণাশ্রম ধর্মের বিচার শ্রবণ করেন, (২৪) শ্রীনিত্যানন্দ জন্মোৎসব ও ভাগবতজনানন্দ মঠ, (২৫) ভারত-ভ্রমণ ও প্রচার, (২৬) পরমহংসমঠ ও পরবিদ্যাপীঠ, (২৭) হারমনিষ্ট—ইং ১৯২৭

সালের ১৫ই জুন হইতে ইংরাজী, সংস্কৃত ও হিন্দী এই তিন ভাষায়—'সজ্জনতোষণী' পত্রিকার পুনঃ প্রকাশ করেন। সজ্জনতোষণীর ইংরাজী নাম 'The Hermonist' (২৮) ভারত-ভ্রমণে, (২৯) কুরুক্ষেত্র-সূর্য্যগ্রহণে, (৩০) একায়ন মঠ প্রতিষ্ঠা, (৩১) কৃষনগর টাউনহলে বক্তৃতা, (৩২) শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ—ভারতের বিভিন্ন স্থানে আটটী পাদপীঠ স্থাপিত হয় (৩৩) ভারতের সর্বত্র পরিব্রাজকরূপে প্রচার, (৩৪) 'শ্রীমায়াপুর' ডাকঘর; (৩৫) মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, (৩৬) শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপপ্রদর্শনী, (৩৭) পারমার্থিক সম্মিলনী, (৩৮) ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট, (৩৯) কলিকাতায় সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী, (৪০) হিন্দী 'ভাগবত' পত্র, (৪১) মাদ্রাজ, উতকামণ্ড, মহীশূর ও কভূরে, (৪২) শ্রীল গৌরকিশোর-সমাধি স্থানান্তরিত, (৪৩) শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা, (৪৪) ঢাকায় সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী, (৪৫) য়ূরোপে প্রচারক প্রেরণ, (৪৬) বোম্বাই, কৃষ্ণনগর ও লণ্ডনে প্রচার, (৪৭) জার্মেনীতে প্রচারক প্রেরণ, (৪৮) শ্রীগৌড়ীয় মঠে ত্রিপুরাধীশ, (৪৯) চাঁচুরি-পুরুলিয়ায়, (৫০) যোগপীঠের নূতন মন্দির (৫১) লণ্ডন গৌড়ীয় মিশন সোসাইটী—ইং ১৯৩৪ সালে ২৪শে এপ্রিল ওয়েষ্টমিনিষ্টার ক্যাক্সটন্ হলে একটা সাধারণ সভায় লর্ড জেটল্যাণ্ডের সভাপতিত্বে গৌড়ীয় মিশন সোসাইটীর উদ্বোধন হয়, (৫২) পুরীতে, (৫৩) অধোক্ষজ বিষ্ণুমূর্ত্তির আবির্ভাব, (৫৪) পাটনা গৌড়ীয় মঠে শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা, (৫৫) 'সরস্বতী জয়শ্রী' ও নব পর্য্যায়ের "হারমনিষ্ট" পাক্ষিক পত্র, (৫৬) মথুরায় কার্ত্তিকব্রত, (৫৭) তেলেগু ভাষায় শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত, (৫৮) শ্রীমায়াপুরে বঙ্গের গভর্ণর, (৫৯) ত্রিপুরাধীশ

কর্ত্তৃক মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন, (৬০) পূর্ববঙ্গে হরিকীর্তন ও শ্রীবিগ্রহ প্রকাশ, (৬১) গয়া-গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠা, (৬২) রেডিওযোগে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার (৬৩) শ্রীরাধাকুণ্ডে নিয়মসেবা ও ব্রজধাম-প্রচারিণী সভা, (৬৪) শ্রীকুঞ্জবিহারী মঠ ও ব্রজস্থানন্দ সুখদ-কুঞ্জ, (৬৫) প্রয়াগে প্রদর্শনী, (৬৬) কৃষ্ণানুশীলনাগার ও দৈববর্ণাশ্রম সঙ্ঘ (৬৭) উৎকলে শতাহব্যাপী কীর্তনোৎসব, (৬৮) বালিয়াটী, গোদ্রুম, দার্জ্জিলিং ও বগুড়ায়, (৬৯) শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীপুরুষোত্তম-ব্রত, (৭০) গৌড়ীয় সঙ্ঘপতিকে বিলাতে প্রচারার্থ প্রেরণ।

(৭১) অপ্রকটলীলার পূর্বাভাস ও আশীর্বাণী—শ্রীল প্রভুপাদ পুরীতে গিরিগোবর্দ্ধনাভিন্ন চটকপর্বতে শ্রীমধ্বজন্মোৎসব ও শ্রীরূপ-রঘুনাথের কথিত মন্ত্রেরদ্বারা গোবর্দ্ধন পূজোৎসব ও নিজ প্রভু শ্রীগৌর-কিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের বিরহোৎসব সম্পাদন করেন। প্রত্যহ তাঁহার হরিকথা-মন্দাকিনী-ধারায় ভক্ত ও সজ্জনগণ স্নাত হইবার পরম সুযোগ প্রাপ্ত হন। শ্রীপুরুষোত্তমে অবস্থানকালে সর্বদাই শ্রীল প্রভুপাদ সকলকে সাবধান করিয়া বলিতেন—"আপনারা নিষ্কপটে হরিভজন করিয়া নিন, আর অধিক দিন নাই।" বিশেষতো তিনি অনুক্ষণই শ্রীরূপ ও রঘুনাথের এই কএকটি বাক্য উচ্চারণ করিতেন—

"প্রত্যাশাং মে ত্বং কুরু গোবর্দ্ধনপূর্ণাম্।"

অর্থাৎ হে গোবর্দ্ধন, তুমি আমার অভিলাষ পূর্ণ কর।

"নিজ নিকটনিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বম্।"

অর্থাৎ হে গোবর্দ্ধন, আমাকে তোমার নিজের নিকটে (কুণ্ডতটে) বাসস্থান দান কর।

এতদ্ব্যতীত শ্রীল প্রভুপাদ বহু ভক্তিগ্রন্থ প্রকাশ, সম্পাদনা ও রচনা করেন (বিস্তৃত তালিকা শ্রীচৈতন্যবাণী পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।) তিনি 'সজ্জনতোষণী' বা 'The Hermonist' ও 'গৌড়ীয়' পত্রিকা ব্যতীতও 'নদীয়া প্রকাশ' পত্র ইং ১৯২৬ সালে প্রথমে ইংরাজী ও বঙ্গভাষায় সপ্তাহে দুইদিন, পরে ইং ১৯২৮ সাল হইতে দৈনিক পত্ররূপে প্রকাশ করেন। ইং ১৯৩২ সালে আসাম গোয়ালপাড়া হইতে অসমীয়া ভাষায় 'কীর্তন' মাসিকপত্র এবং উক্ত সালেই কটক সচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উৎকলভাষায় 'পরমার্থী' পত্রিকা প্রকাশিত হন। ইনি অধ্যাপক লীলাকালে—ইং ১৮৯৬ সালে 'বৃহস্পতি' বা 'Scientific Indian' নামে গণিত ও ফলিত জ্যোতিষ বিষয়ক মাসিকপত্র এবং পরে ইং ১৯০১ সাল হইতে 'জ্যোতির্ব্বিদ' নাম দিয়া প্রকাশ করেন। ইংরাজী ১৮৯৯ সালে নিবেদন বা 'Sign Board' সাপ্তাহিক পত্রও ইনি প্রকাশ করেন।

ইনি ভক্তিগ্রন্থ প্রচার-সৌকর্য্যে কৃষ্ণনগর, কলিকাতা, শ্রীধাম মায়াপুর ও কটকে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেন।

ইনি ভারতে এবং ভারতের বাহিরে ৬৬টি প্রচারকেন্দ্র স্থাপন করিয়াছিলেন।

শ্রীল প্রভুপাদ ৭ই ডিসেম্বর প্রাতে পুরুষোত্তমমঠ হইতে গৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সর্বক্ষণ সমবেত ভক্তগণ সমীপে অনর্গল হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

শ্রীল প্রভুপাদের অন্তিম বাণী

গৌড়ীয়াচার্য্য-ভাস্কর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

গোস্বামী প্রভুপাদ অপ্রকট লীলা আবিষ্কারের কএকদিবস পূর্বে অর্থাৎ ২৩শে ডিসেম্বর (১৯৩৬) প্রাতঃকালে সমবেত ভক্তগণের নিকট নিম্নলিখিত উপদেশাবলী কীর্ত্তন করিয়াছিলেন—

"আমি বহু লোককে উদ্বেগ দিয়েছি! অকৈতব সত্যকথা ব'লতে বাধ্য হ'য়েছি ব'লে, নিষ্কপটে হরিভজন ক'রতে ব'লেছি ব'লে অনেক লোক হয়ত' আমাকে শত্রুও মনে ক'রেছে'ন। অন্যাভিলাষ ও কপটতা ছে'ড়ে নিষ্কপটে কৃষ্ণসেবায় উন্মুখ হবার জন্যই আমি অনেক লোককে নানাপ্রকার উদ্বেগ দিয়েছি। একথা তাঁরা কোনও না কোনও দিন বুঝতে পার্‌বেন।

সকলে রূপ-রঘুনাথের কথা পরমোৎসাহের সহিত প্রচার করুন। শ্রীরূপানুগগণের পাদপদ্মধূলি হওয়াই আমাদের চরম আকাঙ্ক্ষার বিষয়। আপনারা সকলেই এক অদ্বয়জ্ঞানের অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়তৃপ্তির উদ্দেশ্যে, আশ্রয়বিগ্রহের আনুগত্যে মিলে-মিশে থাক্‌বেন। সকলেই এক হরিভজনের উদ্দেশ্যে এই দু'দিনের অনিত্য সংসারে কোনরূপে জীবন নির্ব্বাহ ক'রে চ'ল্‌বেন। শত বিপদ্, শত গঞ্জনা ও শত লাঞ্ছনায়ও হরিভজন ছাড়্‌বেন না। জগতের অধিকাংশ লোক অকৈতব কৃষ্ণসেবার কথা গ্রহণ করছে না দেখে নিরুৎসাহিত হবেন না, নিজ-ভজন, নিজ-সর্ব্বস্ব কৃষ্ণকথা-শ্রবণ, কীর্ত্তন ছাড়বেন না। তৃণাদপি সুনীচ ও তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হ'য়ে সর্ব্বক্ষণ হরিকীর্ত্তন ক'রবেন।

আমাদের এই জরদ্‌গব-তুল্য দেহটাকে আমরা সপার্ষদ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞে আহুতি দিবার আকাঙ্ক্ষা পোষণ ক'রছি। আমরা কোনপ্রকার কর্ম্মবীরত্ব বা ধর্ম্মবীরত্বের অভিলাষী নহি, কিন্তু জন্মে-জন্মে শ্রীরূপপ্রভুর পাদপদ্মের ধূলিই আমাদের স্বরূপ—আমাদের সর্ব্বস্ব। ভক্তিবিনোদ-ধারা কখনও রুদ্ধ হ'বে না, আপনারা আরও অধিকতর উৎসাহের সহিত ভক্তিবিনোদ-মনোহ-ভীষ্ট প্রচারে ব্রতী হ'বেন। আপনাদের মধ্যে বহু যোগ্য ও কৃতী

ব্যক্তি রয়েছেন। আমাদের অন্য কোন আকাঙ্ক্ষা নাই, আমাদের একমাত্র কথা এই—

আদদানস্তৃণং দন্তৈরিদং যাচে পুনঃ পুনঃ।
শ্রীমদ্রূপপদাম্ভোজধূলিঃ স্যাং জন্মজন্মনি॥

সংসারে থাকাকালে নানাপ্রকার অসুবিধা আছে, কিন্তু সেই অসুবিধায় মুহ্যমান হওয়া বা অসুবিধা দূর করবার চেষ্টা করাই আমাদের প্রয়োজন নয়। এই সকল অসুবিধা বিদূরিত হবার পর আমরা কি বস্তু লাভ ক'রব, আমাদের নিত্যজীবন কি হ'বে, এখানে থাকাকালেই তা'র পরিচয় লাভ করা আবশ্যক। এখানে যতরকম ধরণের আকর্ষণ ও বিকর্ষণের বস্তু আছে—যাহা আমরা চাই ও চাই না, এই উভয় প্রকারেরই মীমাংসা হওয়া আবশ্যক। কৃষ্ণপাদপদ্ম হ'তে আমরা যতটা তফাৎ হ'ব, ততই এখানকার আকর্ষণ ও বিকর্ষণ আমাদিগকে আকৃষ্ট ক'রবে। এই জগতের আকর্ষণ ও বিকর্ষণের অতীত হ'য়ে অপ্রাকৃত নামাকৃষ্ট হ'লেই কৃষ্ণসেবারসের কথা বুঝ্‌তে পারা যায়। কৃষ্ণের কথা আপাত বড়ই startling (হঠাৎ বিস্ময়জনক) ও perplexing (হতবুদ্ধিকর বা জটিল) যে আগন্তুক ব্যাপার সমূহ আমাদের নিত্যপ্রয়োজনের অনুভূতিতে বাধা প্রদান ক'রছে, তাহা eliminate কর্‌বার (অপসারিত ক'রবার বা সরা'বার) জন্য মনুষ্য নামধারী সকলেই জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে ন্যূনাধিক struggle করছে (চেষ্টা ক'রছে বা উদ্যম প্রয়োগ ক'রছে)। দ্বন্দ্বাতীত হয়ে সেই নিত্য প্রয়োজনের রাজ্যে প্রবেশই আমাদের একমাত্র প্রয়োজন।

এ জগতে কাহারও প্রতি আমাদের অনুরাগ বা বিরাগ নাই। এ জগতের সকল বন্দোবস্তই ক্ষণস্থায়ী। প্রত্যেকের পক্ষেই সেই পরম প্রয়োজনের অপরিহার্য্য প্রয়োজনীয়তা আছে। আপনারা একই উদ্দেশ্যে ঐকতানে অবস্থিত হয়ে মূল আশ্রয় বিগ্রহের সেবাধিকার লাভ করুন। জগতে শ্রীরূপানুগ-চিন্তাস্রোত প্রবাহিত হ'ক। সপ্তজিহ্ব শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন-যজ্ঞের প্রতি যেন কখনও আমরা কোন অবস্থায় বিরাগ প্রদর্শন না করি। তা'তে একান্ত বর্দ্ধমাণ

অনুরাগ থাক্‌লেই সর্ব্বার্থসিদ্ধি হ'বে। আপনারা শ্রীরূপানুগগণের একান্ত আনুগত্যে শ্রীরূপ-রঘুনাথের কথা পরমোৎসাহে ও নির্ভীক কণ্ঠে প্রচার করুন।

অপ্রকটলীলা আবিষ্কার দিবসে প্রাতে শ্রীল প্রভুপাদ ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্‌ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজকে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের 'শ্রীরূপমঞ্জরী পদ, সেই মোর সম্পদ'—ও শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রভুকে শিক্ষাষ্টকের 'তুঁহুদয়াসাগর তারয়িতে প্রাণী' সঙ্গীত কীর্তন করিতে বলেন। * * * ভক্তিসুধাকর প্রভুর সেবায় প্রভুপাদ তাঁহার সন্তোষ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। পাটনার শ্রীপাদ ব্রজেশ্বরীপ্রসাদ প্রভুকে সেবায় উৎসাহ-প্রদানের কথাও প্রভুপাদ জ্ঞাপন করেন। অপরাহ্ণ প্রায় চারি ঘটিকায় শ্রীপাদ সখীচরণ রায় ভক্তিবিজয় প্রভুকে ডাকিয়া বলেন যে, তিনি শ্রীমায়াপুরের সেবার জন্য অনেক করিয়াছেন, সুতরাং তিনি ধন্য। বৈকালে শ্রীপাদ ভারতী মহারাজকে বলেন, "আপনি কাজের লোক, 'মিশন' দেখিবেন। Love (প্রেম) ও Rupture (বিরোধ) একতাৎপর্য্যবিশিষ্ট হওয়া ভাল। রূপ-রঘুনাথের বিচার ঠাকুর নরোত্তম নিয়াছিলেন, সেই বিচারানুসারে চলা ভাল।" শ্রীল প্রভুপাদ সকলকে বলেন,—"আপনারা যাঁহারা এই স্থানে উপস্থিত আছেন এবং যাঁহারা না আছেন, সকলেই আমার আশীর্বাদ জানিবেন। স্মরণ রাখিবেন,—ভাগবত ও ভগবানের সেবা-প্রচারই আমাদের একমাত্র কৃত্য ও ধর্ম।"

নিত্যলীলায় প্রবেশ

শ্রীল প্রভুপাদ ১৬ই পৌষ (১৩৪৩) বৃহস্পতিবার কৃষ্ণা চতুর্থী তিথির শেষভাগে নিশান্তে প্রায় ৫-৩০ মিনিটে শ্রীরাধাগোবিন্দের

প্রথম যাম-সেবায় অর্থাৎ নিশান্ত-লীলায় প্রবেশ করেন। যে নিশান্ত-লীলায় শ্রীরাধা-মাধবের গাঢ় সমাশ্লেষ অর্থাৎ যে-কালে যে-স্থানে শ্রীরাধাগোবিন্দ-মিলিত-তনু শ্রীগৌরসুন্দরের অপ্রাকৃত নিত্যলীলার প্রাকট্য, তথায়ই শ্রীবার্ষভানবীদয়িতদাস প্রভুবর প্রবিষ্ট হইয়াছেন।

নমস্তে গৌরবাণীশ্রীমূর্ত্তয়ে দীনতারিণে।
রূপানুগবিরুদ্ধাপসিদ্ধান্তধ্বান্তহারিণে॥

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিচরণানাং নিত্যলীলাপ্রবেশমুদ্দিশ্য

বিলাপ-কুসুমাঞ্জলিঃ

কিমিদং শ্রুতিমূলমাগতং হৃদয়ান্তস্তলঘাতিবজ্রবৎ।
প্রভুপাদ সুপুণ্যবিগ্রহঃ প্রকটং লোকদৃশা ন লক্ষ্যতে॥
কিময়ং হতদৈবদারুণ পরিহাসঃ খলু মর্ম্মদারণঃ।
জন দুষ্কৃতিপুঞ্জ দুঃসহ পরিপাকঃ কিময়ং ভবেন্নু বা॥
অয়ি গৌড়নভঃ প্রভাকর ধৃতসত্যোজ্জ্বল দীপ্তিভাসুর।
বদ কুত্র গতস্ত্বদাশ্রিতাংশ্চিরদুঃখে তিমিরে বিহায় নঃ॥
ন চ সত্যমিদং ন বর্ততে ন হি কালঃ কলয়েদ্ ভবাদৃশম্।
অপি চেহ ন দৃশ্যসে স্ফুটং ভণ তথ্যং প্রভুবর্য্য যদ্ ভবেৎ॥

ত্বয়ি ভক্তিধুরা প্রতিষ্ঠিতা ত্বদধীনাঃ খলু সৎপ্রবৃত্তয়ঃ।
ত্বয়ি সজ্জনসংঘপালনং সর্বমেতদ্ বিবশং বিনা ত্বয়া॥

তব পুণ্যমুখাম্বুজক্ষরদুপদেশামৃতজীবিনঃ সদা।
ইহ সাধুজনাঃ সমাসতে দয়য়া তেষু সমাগমং কুরু॥

অয়ি বৈষ্ণবরাজ সংসদঃ পতিবর্য্য ত্বমনন্যসংশ্রয়াম্।
নিরবদ্যগুণৈশ্চ তাং সতীং পরিহায়াদ্য গতঃ কথংপুনঃ॥

জগদদ্য প্রপূরিতং মহাভয়নাস্তিক্যতমোভিরাকুলম্।
অয়ি সাত্বতশুদ্ধদীধিতীর্দধদাচার্য্যরবে ক্ব বর্ততে॥

হরিনামসুধৈবজীবনং কলিহালাহললুপ্তচেতসাম্।
ইতি নিশ্চিতধীঃ সদা ভবান্ করুণাসিন্ধুরিতঃ কুতোগতঃ॥

ম্রিয়তে তব ভক্তচাতকৈরধুনৈবাগতয়া পিপাসয়া।
ইহ বিষ্ণুপদং প্রকাশয়ন্নয়ি দেবাম্বুদ দেহি দর্শনম্॥

কলিতং কলিকল্মষৈর্জগদ্দলিতং মর্ম সতাং দুরাত্মভিঃ।
স্খলিতং নিজধর্মতো নৃণাময়ি দেব ক্ব পুনস্ত্বয়া গতম্॥

দশতীহ পরীক্ষিতং যথা জনবৃন্দং ননু পাপতক্ষকঃ।
অয়ি ভাগবতামৃতপ্রদ শুকদেব ক্ব পুনর্গতো ভবান্॥

ভবতা ভবতাপশান্তয়ে বহুধা ভক্তগণৈর্বিচেষ্টিতম্।
অয়ি সম্প্রতি সাম্প্রতং ন তদ্ যদকাণ্ডে প্রভুবর্য্য গম্যতে॥

অপনেতুমশেষজীবকে ভবতা মায়িকদাস্যবন্ধনম্।
বিজিতং গরুড়ানুকারিণা খলু বৈকুণ্ঠসুধাং প্রবর্চতা॥

প্রিয় গৌরহরেশ্চ মানসচিরবাঞ্ছা ভবতা প্রপূরিতা।
ভুবি নাম প্রচার্য্য তস্য তদধুনা নামগুরো ক্ব গম্যতে॥

য ইহাক্ষরলব্ধয়ে নৃণাং পদবিদ্যাপ্রদপীঠ এষতে।
স কথং রহিতস্ত্বয়া ভবেৎ পরবিদ্যাগুরুবর্য্য তদ্ বদ॥
ভুবি গৌরপুরোজ্জ্বলপ্রভাং ভবতা প্রাপয়তা নৃণাং দৃশম্।
অয়ি ভক্তিবিনোদ-বৈভব স্বয়মদ্য ক্ব গতং পুনঃ প্রভো॥
ভুবনে জয়তি শ্রিয়োজ্জ্বলস্তব গৌড়ীয়মঠ! সদাশ্রয়ঃ।
অয়ি গৌড়জনৈকনায়ক স্বয়মেব ক্ব পুনর্গতস্ততঃ॥
অথবা নিজদেব এব কিমনুভূয়োত্তমপার্ষদস্য তে।
বিরহং চিরমর্ত্ত্যবাসজং স্বপদং ত্বামনয়ত্ত্বরান্বিতঃ॥
ব্রজ ভো বৃষভানুনন্দিনী-দয়িতাত্মন্নিজনাথমন্দিরম্।
কুরু দেব জনে ত্বদাশ্রিতে করুণাং দীনতমে নমোঽস্তুতে॥

'গৌড়ীয়' সেবকগণের প্রতি প্রভুপাদের অপ্রকটকালীন আশীর্বাণী

গত ৪ নারায়ণ, গৌরাব্দ ৪৫০ ; ১৬ই পৌষ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৩—বৃহস্পতিবার নিশান্ত ; ইংরাজীমতে—১লা জানুয়ারী, ১৯৩৭ শুক্রবার গৌড়ীয়-আচার্য্যভাস্কর গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক সংরক্ষক শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যাম্নায়-নবমাধস্তনাম্বয়বর পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের প্রথম যাম-সেবায় অর্থাৎ নিশান্ত-লীলায় প্রবেশ করিয়াছেন। তদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম, আমাদের পরমগুরুদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর প্রভুও নিশান্ত-লীলায় প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন।

শ্রীস্বরূপ-রূপানুগবরের নিশান্ত-লীলায় প্রবেশের-তাৎপর্য্য মর্মটী

ভক্তগণের হৃদয়ে তৎকৃপায় পরিস্ফুট। তথাপি ইঙ্গিতে এখানে শ্রৌতবাণী কীর্ত্তিত হইল। নিশান্ত-লীলায় অপ্রাকৃত রাধাগোবিন্দের অপ্রাকৃত গাঢ় সমাশ্লিষ্টাবস্থা—"গাঢ়ালিঙ্গননির্ভেদমাপ্তৌ"। জয়দেব সরস্বতী গীতগোবিন্দে "মেঘৈর্মেদুরমম্বরম্" শ্লোকে 'নক্তং'এর পর যে অবস্থার ইঙ্গিত করিয়াছেন, তাহাই নিশান্ত-লীলায় রাধাগোবিন্দের সম্মিলিতাবস্থা। এখানেই শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ-মিলিততনু শ্রীগৌর-সুন্দরের অপ্রাকৃত নিত্যলীলা। সেই লীলায়ই শ্রীগৌরনিজজন শ্রীবার্ষভানবীদয়িতদাস প্রভু প্রবেশ করিয়াছেন।

গৌড়ীয়েশ্বর শ্রীস্বরূপ-রূপের অভিন্নবিগ্রহ গৌড়ীয়াচার্য্য-ভাস্করের সংগোপনে আজ যে কেবল গৌড়ীয়ের প্রচার-গগন অন্ধকার হইল, তাহা নহে, সমগ্র বিশ্বে অকৈতব ভাগবতসূর্য্যের আলোক বোধহয় লোকলোচনে পুনরায় আচ্ছাদিত হইবার সূচনা হইল। কিন্তু আচার্য্যভাস্কর যে অতুলনীয় অধোক্ষজ-সেবা-প্রেরণা, হরিসেবায় যে নিত্যনবনবায়মান উৎসাহ, সর্ব্বোপরি যে নৃলোক-দুর্ল্লভ অনবদ্য আচার ও প্রচারের আদর্শ তাঁহার নিষ্কপট অনুগামিজনগণের মধ্যে সঞ্চারিত করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার শ্রীস্বরূপ-রূপানুগ-ভক্তিবিনোদ-ধারা যে উত্তরোত্তর সম্বর্দ্ধিতই হইবে, ইহা ব্যতীত অন্য কোন কথা ঘূণাক্ষরেও হৃদয়ে উপস্থিত হয় না। তিনি তাঁহার অপ্রকটলীলা-আবিষ্কারের অব্যবহিত পূর্ব্বে যে আশীর্ব্বাণী প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার বাণী-কীর্ত্তন সেবার মধ্যেই অনুক্ষণ তাঁহার সাক্ষাৎসঙ্গ ও শক্তিসঞ্চার আমরা লাভ করিতে পারিব এবং নির্ভীক কণ্ঠে, নিরপেক্ষ হৃদয়ে ও অকপট সেবানুগত্যময় চরিত্রবলে আমাদের প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দরের বাণী জগতে আচারমুখে প্রচার করিয়া

তাঁহার কৃপাশীর্ব্বাদ আরও প্রচুর পরিমাণে বরণ করিয়া লইতে পারিব। ইহাই আমাদের কোটিকণ্টকরুদ্ধ শুদ্ধভক্তিমার্গ-বিচরণের একমাত্র আলোকস্তম্ভ।

যদিও আজ গৌড়ীয়ের লেখনী আশ্রয়হীনা, যদিও ভক্তি-সিদ্ধান্ত-পরীক্ষক স্বরূপ-রূপানুগবরের নিকট সাক্ষাদ্‌ভাবে আমরা গৌড়ীয়ের প্রবন্ধ পরীক্ষা করাইতে পারিব না, গৌড়ীয়ের প্রবন্ধ সাগ্রহে পুনঃ পুনঃ পাঠ করিয়া প্রভুপাদ আমাদিগের প্রতি প্রচুর-আশীর্ব্বাদ বর্ষণ ও অন্তরের গভীরতম আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন, ইহা যদিও শাক্ষাদ্‌ভাবে প্রত্যক্ষ করিতে পারিব না, তথাপি তিনি তাঁহারই অন্তরের সিদ্ধান্তে ও অভীষ্টে প্রবেশাধিকার লাভের জন্য ভক্তিবিনোদ-বাণীর কৃপাস্নাত ভক্তি-সিদ্ধান্তবিৎএর দাস্যে যে আমাদিগকে সমর্পণ করিয়া নিয়াছেন, তাহাতেই আমরা আশ্রয়হীন হই নাই, তাঁহার নিত্য আশীর্ব্বাদ ও কৃপাশক্তি-সঞ্চার হইতে বঞ্চিত হই নাই।

* * *

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিত্যলীলা প্রবেশের পর শ্রীল প্রভুপাদ 'সজ্জনতোষণী' পত্রিকা সম্পাদন করিতে গিয়া বলিয়াছিলেন,—

"সজ্জনতোষণীর যে উদ্দেশ্য ছিল, এখনও তাহাই থাকিবে। নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ঠাকুরমহাশয়ের কৃপায় এই পত্রিকা পূর্ব্বের ন্যায় হরিকথা-দ্বারা সকল সজ্জনের সন্তোষ বিধান করিবেন। * * * কেহ বা বিষয়িগণের মতানুগমনে শুদ্ধভক্তির বিলোপ সাধন করিয়া ভক্তিমার্গের উন্নতি হইল মনে করেন, কেহ বা প্রাকৃত-সম্প্রদায়-

বিশেষের সুবিধা লক্ষ্য করিয়া শুদ্ধভক্তি-সৌন্দর্য্য খর্ব্ব করিয়া ফেলেন।"

শ্রীল ভক্তিবিনোদ 'কল্যাণকল্পতরু'তে গাহিয়াছেন,—

ভক্তিবাধা যাহা হ'তে, সে বিদ্যার মস্তকেতে,
পদাঘাত কর অকৈতব।
সরস্বতী কৃষ্ণপ্রিয়া, কৃষ্ণভক্তি তাঁর হিয়া,
বিনোদের সেই সে বৈভব॥

ভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতী বিন্দুমাত্রও ভক্তির বিরুদ্ধ কথার সমর্থন বা সমন্বয় করিতে পারেন না, ইহাই তাঁহার অসমোর্দ্ধ বৈশিষ্ট্যরূপে আমরা অনুক্ষণ উপলব্ধি করিয়াছি। কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীচৈতন্যসরস্বতী শ্রীভক্তিবিনোদের বৈভব অর্থাৎ মূল আশ্রয়-বিগ্রহের শ্রীপাদপদ্মেরই বিস্তৃতি—অভিন্ন-বার্ষভানবী ভক্তিবিনোদই গৌরবাণী-রূপে বিস্তার লাভ করিয়াছেন। সেই বাণী-বিনোদ-গৌরের সেবাই গুর্ব্বানুগত্যে শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা, শ্রীরূপমঞ্জরীর আনুগত্যে গোপী-গোপীনাথের সেবা।

ভক্তিপ্রদীপালোক বিনোদ-বাণী-গৌরের কুঞ্জের পথ প্রদর্শন করিয়া আমাদিগের ন্যায় অনাদি বহির্ম্মুখের কর্ণ-প্রাঙ্গণে গৌর-সরস্বতীর "শ্রীস্বরূপ-রূপানুগ-দাস্যে থাকিয়া ত' সদা লহ নাম"—এই আদেশ-বাণী প্রকট করিয়াছেন। আমরা যেন একতানে ও এক-প্রাণে সেই বাণীকুঞ্জের কৃষ্ণাভিন্ন গৌরগুণধামের সঙ্কীর্ত্তনে অপ্রাকৃত রুচিবিশিষ্ট হইতে পারি, স্বরূপ-রূপানুগবর আচার্য্যের শ্রীচরণানুগ নিখিল বৈষ্ণবচরণে আমরা আজ এই আশীর্ব্বাদই প্রার্থনা করিতেছি।

* * * *

শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশাবলী

১। মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকে লিখিত 'পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনম্'ই গৌড়ীয় মঠের একমাত্র উপাস্য। ('পত্রাবলী' ৩য়ঃ খঃ ৩৮ পৃঃ)

২। বিষয়বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র ভোগী, তদ্ব্যতীত সব তাঁর ভোগ্য। (ঐ ৫৮)

৩। হরিভজনকারী ব্যতীত সকলেই নির্ব্বোধ ও আত্মঘাতী। (ঐ ৭৬)

৪। সহ্য করিতে শেখা মঠবাসীর একটি প্রধান কার্য্য। (ঐ ৮৮)

৫। শ্রীরূপানুগ ভক্তগণ নিজ-শক্তির প্রতি আস্থা স্থাপন না করিয়া আকর স্থানে সকল মহিমার আরোপ করেন। (ঐ ৮৯)

৬। শ্রীহরিনাম-গ্রহণ ও ভগবানের সাক্ষাৎকার—দুই একই। (২য় খণ্ড ৩)

৭। যাহারা পাঁচমিশাল ধর্ম্ম যাজন করে, তাহারা ভগবানের সেবা করিতে পারে না। (ঐ ১৩)

৮। মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন, ভক্তিগ্রন্থের প্রচার ও নামহট্টের প্রচারের দ্বারাই শ্রীমায়াপুরের প্রকৃত সেবা হইবে। (ঐ ৫১)

৯। সকলে মিলিয়া মিশিয়া ও এক তাৎপর্য্যপর হইয়া হরিসেবা করুন। (ঐ ৫৩)

১০। যেখানে হরিকথা, সেখানেই তীর্থ। (ঐ ২।৮২)

১১। আমরা সৎকর্ম্মী, কুকর্ম্মী বা জ্ঞানী-অজ্ঞানী নহি, আমরা অকৈতব হরিজনের পাদত্রাণবাহী, 'কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ' মন্ত্রে দীক্ষিত। (ঐ ১০০)

১২। পরস্বভাবের নিন্দা না করিয়া আত্মসংশোধন করিবেন, ইহাই আমার উপদেশ। (ঐ ১০৬)

১৩। মহাপ্রভুর নীতির মধ্যে ক্ষাত্রনীতি, বৈশ্য, শূদ্র ও যবন-নীতি দেখিতে পাই না। তাঁহার প্রচারিত বাক্য হইতে বুঝিতে পারি, তিনি ঋষি-নীতির সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ অবলম্বন করিয়াছিলেন। আমরাও সেই পদানুসরণে ব্রহ্মনীতি ভাগবতধর্ম্ম অবলম্বন করিব।

(১ম খণ্ড ২৭)

১৪। মাথুর-বিরহ-কাতর ব্রজবাসিগণের সেবা করাই আমাদের পরম ধর্ম্ম। (ঐ ৪৬)

১৫। মহাভাগবত জানেন, সকলেই তাঁহার গুরু, তজ্জন্য মহাভাগবতই একমাত্র জগদ্‌গুরু। (ঐ ৫৮)

১৬। যদি শ্রেয়ঃপথ চাই, তাহা হইলে অসংখ্য জনমত পরিত্যাগ করিয়াও শ্রৌতবাণীই শ্রবণ করিব।

(বক্তৃতা—২২শে আষাঢ়, ১৩৩৩)

১৭। শ্রেয়োবস্তুই প্রেয়ঃ হওয়া উচিত।

(বক্তৃতা—২রা কার্ত্তিক, ১৩৩৩)

১৮। রূপানুগের কৈঙ্কর্য্যব্যতীত অন্তরঙ্গ ভক্তের আর কোন লালসা নাই। (সঃ তোঃ ১৯।১০।৩৮০)

১৯। বৈষ্ণবগুরুর আজ্ঞা পালন ক'রতে যদি আমাকে 'দাম্ভিক' হ'তে হয়, 'পশু' হ'তে হয়, অনন্তকাল 'নরকে' যেতে হয়—আমি অনন্ত কালের তরে Contract (চুক্তি) ক'রে সেরূপ নরকে যেতে চাই। জগতের অন্যান্য সমস্ত লোকের চিন্তাস্রোত গুরুপাদপদ্মের বলে মুষ্ট্যাঘাতে বিদূরিত ক'রব—আমি এতদূর দাম্ভিক!

(বক্তৃতা—২৫শে আষাঢ়, ১৩৩৪)

২০। নির্গুণ বস্তুর সহিত সাক্ষাতের অন্য কোন রাস্তা নাই—একমাত্র কান ছাড়া। (বক্তৃতা—১৮ই ফাল্গুন, ১৩৩৪)

২১। যে মুহূর্ত্তে আমাদের রক্ষাকর্ত্তা থাকবে না, সেই মুহূর্ত্তেই আমাদের পারিপার্শ্বিক সকল বস্তু শত্রু হ'য়ে আমাদিগকে আক্রমণ ক'রবে। প্রকৃত সাধুর হরিকথাই আমাদের রক্ষাকর্ত্তা। (ঐ)

২২। তোষামোদকারী গুরু বা প্রচারক নহে।

(ঐ ১২ই চৈত্র, ১৩৩৪)

২৩। পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি লক্ষ লক্ষ যোনিতে থাকা ভাল, তথাপি কপটতা আশ্রয় করা ভাল নহে। কপটতা-রহিত ব্যক্তিরই মঙ্গল হয়। (বক্তৃতা—১৮ই ফাল্গুন, ১৩৩৪)

২৪। সরলতার অপর নামই বৈষ্ণবতা, পরমহংস বৈষ্ণবের দাসগণ—সরল ; তাই তাঁহারাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণ। (ঐ)

২৫। জীবের বিপরীত রুচিকে পরিবর্ত্তিত করাই সর্বাপেক্ষা দয়াময়গণের একমাত্র কর্ত্তব্য। মহামায়ার দুর্গের মধ্য থেকে একটা লোককে যদি বাঁচাতে পার, তা'হ'লে অনন্তকোটি হাসপাতাল করা অপেক্ষা তা'তে অনন্তগুণে পরোপকারের কাজ হ'বে। (ঐ)

২৬। গৌড়ীয়মঠের নিঃস্বার্থ দয়াশীল প্রত্যেক লোক এই মনুষ্য-সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির চিৎশরীর-পুষ্টির জন্য দু'শ গ্যালন রক্ত ব্যয় করবার জন্য প্রস্তুত থাকুক। (১২ই চৈত্র, ৩৪)

২৭। গৌড়ীয় মঠের সেবকগণের উদয়াস্ত পরিশ্রমের ফলে যে অর্থ সংগৃহীত হয়, তাহার শেষ পাই পর্য্যন্ত জগতের (ভ্রান্তিজন্য ক্লেশপর) ইন্দ্রিয়-তর্পণ বন্ধ ক'রে কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়-তর্পণের কথায় ব্যয়িত হয়। (ঐ)

২৮। যাহাদের আত্মবিৎএর নিকট নিজেদের ভগবৎ সেবা-প্রবৃত্তি সর্ব্বক্ষণ উদিত হয় নাই, সেই সকল ব্যক্তির সঙ্গ যতই প্রীতিপ্রদ হউক না কেন, উহা কখনই বাঞ্ছনীয় নহে।

(পত্রাবলী ১ম খণ্ড, ৭৩ পৃষ্ঠা)

২৯। কেবল আচার-রহিত প্রচার কর্ম্মাঙ্গের অন্তর্গত।

(বক্তৃতা ২৩শে অক্টোবর, ১৯৩৬)

৩০। ভোগীর ইন্ধনের যোগান ও জ্ঞানীর বিষয়-বিদগ্ধ বিচারের অনুগমনের জন্য আমাদের মঠ স্থাপিত হয় নাই। কেবল দুই একটি টাকা দ্বারা মঠের উপকার পাওয়াই আমাদের একমাত্র সম্বল নহে; পরন্তু যদি কাহারও উপকার করিতে পার, তবেই সে কৃষ্ণসেবাময় মঠের সেবা করিবে। (পত্রাবলী ৩য় খঃ ৭০)

৩১। শ্রীনামহট্টের ঝাড়ুদার পরিচয়ে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় যে অপ্রাকৃতলীলার প্রাকট্য সাধন করিয়াছেন, তাঁহার প্রপঞ্চ-মার্জ্জন-সেবার উপকরণরূপ শতমুখী সূত্রে আমাদের শত শত জনের মহাজনানুগমন এবং দুঃসঙ্গানুকরণ-বর্জ্জন-কার্য্য জগতের অপ্রিয় হইলেও উহাই আমাদের চরম কল্যাণ উৎপন্ন করিবে।

(গৌড়ীয়কণ্ঠহার-ভূমিকা)

৩২। ভগবান্ ও ভক্তের সেবা করিলেই গৃহব্রত-ধর্ম্ম কম পড়ে।

(পত্রাবলী ৩য় খঃ ৭৪)

৩৩। কৃষ্ণেতর বিষয়-সংগ্রহই আমাদের মূল ব্যাধি। (ঐ ৮৩)

৩৪। আমরা কিছু জগতে কাঠ-পাথরের মিস্ত্রী হইতে আসি নাই, আমরা শ্রীচৈতন্যদেবের বাগীর পিয়ন মাত্র।

(বক্তৃতা—৮ই নভেম্বর, ১৯৩৬)

৩৫। আমরা জগতে বেশীদিন থাকিব না, হরিকীর্ত্তন করিতে করিতে আমাদের দেহপাত হইলেই এই দেহধারণের সার্থকতা। (ঐ)

৩৬। শ্রীচৈতন্যদেবের মনোঽভীষ্ট-সংস্থাপক শ্রীরূপের পাদপদ্ম-ধূলিই আমাদের জীবনের একমাত্র আকাঙ্ক্ষার বস্তু। (ঐ)

শ্রীলপ্রভুপাদের শ্রীকরাঙ্কিত 'গৌড়ীয়'-প্রবন্ধে তাঁহার মনোহভীষ্ট ও আশীর্ব্বাণী

'গৌড়ীয়' পত্র আজ পঞ্চদশবর্ষে পদার্পণ করিলেন। গোলোকের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের কীর্ত্তন আজ চতুর্দ্দশবর্ষ ধরিয়া রামসেবায় লক্ষ্মণের ব্রত পালন উদ্‌যাপন করিয়াছেন। পঞ্চদশবর্ষীয় গৌড়ীয়তরুর শুভফলাস্বাদনে পাঠকগণ ও শ্রোতৃবর্গ নিত্যানন্দ লাভ করুন। মার্কিণ দেশেও যাহাতে গৌড়ীয়ের বিচার বিস্তৃতি লাভ করে, তজ্জন্য শ্রীগৌরসুন্দরের করুণাপ্রার্থী হওয়াই প্রার্থনীয়। তাঁহার কৃপায় ইউরোপে বিশেষতঃ লণ্ডনে গৌড়ীয়-কথা আলোচিত হইতেছে। মার্কিণ দেশ কেন আর বাকি থাকে?

ঠাকুর নরোত্তমের প্রার্থনার গভীর মর্ম্ম এবং ঠাকুর ভক্তিবিনোদের প্রচারিত গীতিগুলি ও পরমার্থ-সাহিত্য বঙ্গদেশ, উৎকল ও অসমীয় ভূমিতে প্রচুর পরিমাণে কীর্ত্তিত হউক। তামিল ভাষায় শরণাগতি, আন্ধ্রভাষায় 'শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত' প্রচার-ফলে তত্তদ্দেশ-বাসী নিশ্চয়ই পরমার্থ-পথের সন্ধান পাইতে পারিবেন।

গৌড়ীয় ত্রিদণ্ডিমহোদয়গণ গৌড়ীয়ের আনন্দ বর্দ্ধন করুন। সকল আশ্রমের গৌড়ীয়গণ শ্রীচৈতন্যসেবায় দৃঢ়তা লাভ করুন। "পৃথিবীতে যত কথা ধর্ম্ম নামে চলে। ভাগবত কহে তাহা পরিপূর্ণ ছলে॥"—এই কথা সমগ্র মানবজাতির নিরপেক্ষ ধর্ম্মের নিদর্শন হউক। জৈবধর্ম্ম ও শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত বিশ্বের সকল সুধীগণের আরাধ্য বস্তু হউক। তাঁহারা নিরপেক্ষ ধর্ম্মের বিজয়পতাকা বহন করিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, হরিনাম ও শ্রীভাগবত গ্রন্থকে একই বস্তু জানুন। অনুক্ষণ ভাগবত শ্রবণ-কীর্ত্তন ও তদ্‌বিচারপরা

স্মৃতি গৌড়ীয়গণের ও বিশ্ববাসীর অনুশীলনীয় হউন। শ্রীরূপানুগগণের পারমার্থিক প্রতিষ্ঠান (শ্রীগৌড়ীয় মঠ) শ্রীচৈতন্য-সেবায় নিত্যকাল নিযুক্ত থাকুন। যাবতীয় ছলবিচারের কুজ্ঝটিকা ভাগবতার্কমরীচি-মালার সম্পাতে আপনা হইতেই মানব-হৃদয় হইতে বিদূরিত হইবে।

সমবেদনা

শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকট-বার্ত্তা জানিয়া বিভিন্ন স্থান হইতে মহানুভব ব্যক্তিগণ শ্রীগৌড়ীয় মঠে সমবেদনা-সূচক অসংখ্য পত্র ও টেলিগ্রামাদি প্রেরণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে নিম্নে মাত্র কয়েকটি প্রকাশিত হইল।

গত ১৩ই জানুয়ারী অপরাহ্ণ ৫-১৫ মিনিটে কলিকাতা কর্পোরেশনের বিশেষ অধিবেশনে কাউন্সিলারগণের উপস্থিতিতে মেয়র স্যর হরিশঙ্কর পাল, শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রস্তাবে সমস্ত কার্য্যাবলী স্থগিত রাখিয়া সর্ব্বাগ্রে শ্রীগৌড়ীয় মঠাচার্য্যের অপ্রকটে নিম্নলিখিত শ্রদ্ধাসূচক মন্তব্য প্রকাশ করেন।—

On behalf of the Corporation of Calcutta I rise to condole the passing away of His Divine Grace Paramahansa Sreemad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj, the President-Acharyya of the Gaudiya Math of Calcutta and the great leader of the Gaudiya movement throughout the world. This melancholy event happened on the first day of this New Year. Born in 1874 he dedicated his whole life to religious pursuits and dissemination of the cultural wealth of this great and ancient land of

ours. An intellectual giant he elicited admiration of all by his unique scholarship, high and varied attainments, original thinking and wonderful exposition of many difficult branches of Knowledge. With invaluable contributions he enriched many journals. He was the author of some devotional literature of repute. He was one of the most powerful and brightest exponents of the cult of Vaishnavism, his utterances and writings displaying a deep study of Comparative Philosophy and theology. Catholicity of his views, soundness of his teachings and above all his dynamic personality and the irresistible force of the pure and simple life, had attracted thousands of followers to his message of love and service to the Absolute as propagated by Sri Krishna-Chaitanya. He was the founder and the guiding spirit of the Sree Chaitarya Math at Sree Mayapur (Nadia) and the Gaudiya Math of Calcutta. The Gaudiya movement to which his contribution is no small has received a set back at the passing away of such a great soul. His departure has created a void in the spiritual horizon of India, which is difficult to be filled up.

With these few words I move the following resolution which, I am sure, conveys your own sentiments :—

(1) That the Corporation of Calcutta places on

record its deep sense of sorrow at the sad demise of His Divine Grace Paramahansa Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur, Founder-President of the Calcutta Gaudiya Math, on the 1st January last at the age of 64.

(2) That this House conveys its sympathy to the members of the Gaudiya Math in Calcutta.

All the Councillors present with the Mayor and the Deputy Mayor inside the Corporation Council Chamber stood up as a sign of unanimous support of the resolution and all bowed down their heads in respect to pay their homage to the great spiritual leader of India.

৩রা জানুয়ারী (১৯৩৭) 'Advance' পত্র সম্পাদকীয় স্তম্ভে লিখিয়াছেন,—

The passing away of His Divine Grace Paramahansa Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur, Founder-President of the Calcutta Gaudiya Math, removes a great religious personality from India. The Gaudiya Math which is comparatively of a recent origin, being established in 1920, has acquired a great reputation as a religious centre for the Vaishnavas. It has even a branch in London, the Marques of Zetland being the first President of the London Gaudiya Mission Society. There are branches in Delhi, Allahabad and Madras which together with the Central Math

in Calcutta provide a powerful asylum for the cult of true Vaishnavism and as such have thus been the centre of world's interest in recent years.

৮ই জানুয়ারী তারিখের "Star of India" লিখিয়াছেন :—

On the passing away of the great leader of the Gaudiya movement and President-Acharyya of the Gaudiya Math, the leading personalities of India and abroad expressed their deepest regret and sympathy to the members of the Gaudiya Misson appreciating that the world has lost in him a real religious inspirator and pioneer of true devotion, a competent interpreter and exponent of the genuine Hindu Philosophy and Religion. The purely spiritual activities of the Gaudiya Math under his guidance have won the sympathy and admiration as the most important work for the spiritual understanding between the East and West and for the revival of Hindu Culture on the basis of the common devotional service of God. These activities received the unrestricted appreciation by all interested in the matter.